নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা ১১, পৃ : ৩৯-৫২
© ২০০৬ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

'পুষ্টিজ্ঞান' অধ্যয়নে 'গৃহস্থালী' ধারণায়ন

রাশেদা আখতার*

১. ভূমিকা

এ প্রবন্ধের কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় হচ্ছে পুষ্টিজ্ঞান অধ্যয়নে 'গৃহস্থালী'[১] ধারণায়ন বিশ্লেষণ। প্রবন্ধে আমার নিজের চলমান পিএইচডি গবেষণার প্রাথমিক তথ্যের আলোকে গৃহস্থালী প্রত্যয়কে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। সমাজতাত্ত্বিক, অর্থনীতিবিদ, নারীবাদী ও নৃবিজ্ঞানীদের 'গৃহস্থালী' সংক্রান্ত বিতর্কের আলোকে বাংলাদেশের একটি গ্রামের প্রেক্ষিতে গৃহস্থালীকে বোঝা হয়েছে। দুটি প্রধান বিষয়কে কেন্দ্র করে প্রবন্ধের পরিসর। প্রথমতঃ গৃহস্থালী কোন অনড় এবং সমসত্ত্ব একক নয়, দ্বিতীয়তঃ পুষ্টিজ্ঞান অধ্যয়নে গৃহস্থালী ধারণায়নে গৃহস্থালীর ব্যক্তি (individual) একক হিসেবে কাজ করে।

এ প্রবন্ধে যেভাবে বিভিন্ন আলোচনাগুলি বিন্যস্ত হয়েছে তা হলো: প্রথমেই ভূমিকা রয়েছে। প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশে সংক্ষেপে 'গৃহস্থালী' প্রত্যয় সম্পর্কে চিরায়ত অর্থনীতি মডেল, নারীবাদী ও নৃবৈজ্ঞানিক বিতর্কটি উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রবন্ধের তৃতীয় অংশে পুষ্টিজ্ঞান অধ্যয়নে 'গৃহস্থালী' এবং অন্যান্য সামাজিক সম্পর্কগুলো কিভাবে ক্রিয়াশীল থাকে তা নৃবিজ্ঞানীদের গবেষণার আলোকে তুলে ধরা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে পুষ্টি[২] অধ্যয়নে গবেষণা একক হিসেবে গৃহস্থালীকে কিভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তা প্রবন্ধের চতুর্থ অংশে আলোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধের পঞ্চম অংশে আমার চলমান গবেষণা কাজের আলোকে গৃহস্থালী প্রত্যয়কে পুষ্টি অধ্যয়নের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রবন্ধের কেন্দ্রীয় যুক্তি হচ্ছে পুষ্টিজ্ঞান ধারণায়নে গৃহস্থালীতে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সম্পর্ক, ব্যক্তির ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। গৃহস্থালী কোন অবিভাজিত (undifferentiated) ও সমসত্ত্ব (homogenous) একক নয় ; বরং গৃহস্থালীর অভ্যন্তরে বিভিন্ন ব্যক্তির পছন্দ -স্বার্থ এবং দ্বন্দ্বের বহুমাত্রিক দিকগুলো পুষ্টিজ্ঞান ধারণায়নে ক্রিয়াশীল।[৩]

* সহযোগী অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা-১৩৪২।
ই-মেইল: dewhc@bdonline.com

২. গৃহস্থালী সংক্রান্ত বিতর্ক: দ্রুত দৃষ্টিপাত

গৃহস্থালী অধ্যয়নে লিঙ্গীয় অসমতার বিষয়টি সম্পর্কে নারীবাদী আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। তারা গৃহস্থালী আলোচনা সংক্রান্ত সমাজতাত্ত্বিক ও অর্থনৈতিক মডেলের সমালোচনা করেন (Dwyer & Bruce: 1988; Whitehead,1981; Pahl ,1983) । সমাজতাত্ত্বিক মডেলে পরিবার একটি কেন্দ্রীয় একক যেখানে 'পরিবারের মধ্যে নারী-পুরুষ ও অন্যান্য সদস্যদের মায়া মমতা ও ভালবাসার পরিপূরক ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়' (Whitehead,1998:9)। নব্য ক্লাসিক্যাল অর্থনীতির মডেলে নারী পুরুষের ভূমিকা কিভাবে শ্রমবাজারে ভিন্নতা তৈরী করে-তার উপরও গুরুত্ব দেয়া হয়।

নারীবাদীগণ অর্থনীতিবিদদের 'গৃহস্থালী অর্থনীতি' (household economics) ধারনা সর্ম্পকে ক্রিটিক্যাল। 'গৃহস্থালী অর্থনীতি' ধারনায় এটি মনে করা হয় যে - গৃহস্থালীর সম্পদ ও আয় একই জায়গায় পুঞ্জিভূত হয় এবং গৃহস্থালী প্রধান তার নিয়ন্ত্রণকারী থাকে (Becker,1991,উদৃত Whitehead, 1998)। শুরুর দিকের নারীবাদীরা 'গৃহস্থালী অর্থনীতি' প্রত্যয়নের সমালোচনা করে বলেন যে, সমসত্ত্ব গৃহস্থালী ধারণায়নে বিনির্মান করা জরুরী এবং তা নির্ভর করতে হবে ব্যক্তির (individual) উপর (Folbre, 1986; Kabeer, 1991)। গৃহস্থালী বিশ্লেষণে ব্যক্তি (individual) এবং সমাজ/ সংস্কৃতির মধ্যকার বিশ্লেষণ জরুরী। কারন খাদ্য উৎপাদন, বন্টন এবং ভোগ হচ্ছে মানব গোষ্ঠীর গুরুত্বপূর্ণ কাজ। গৃহস্থালী হচ্ছে ব্যক্তির একটি দল (কখনও মাত্র একজন) যারা একত্রে বসবাস করে এবং কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করে। গৃহের কর্মকাণ্ডের সাথে খাদ্য উৎপাদন, ভোগ বা পুনরুৎপাদন এবং সন্তান লালন পালন বা অন্য কোন সংমিশ্রণ কাজ করে। বলা বাহুল্য যে 'পরিবার হচ্ছে পুণরুৎপাদন এবং সামাজিকীকরণের একক' (Yanagisako1979:161-206)।

পুষ্টি গবেষণায় নারীবাদী নৃবিজ্ঞানীরা গৃহস্থালীর ক্ষেত্রে গৃহস্থালীকে একটি আবদ্ধ একক হিসেবে দেখতে আগ্রহী নয়। কারন, গৃহস্থালীর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা পালন করে। গৃহস্থালীর মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে, ব্যক্তির খাদ্য পছন্দ বা 'food choice' কিভাবে করে তাও গুরুত্বপূর্ণ । ফলে গৃহস্থালীর ক্ষেত্রে ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সামাজিক সর্ম্পকও গুরুত্বপূর্ণ। তাই অনেকেই গৃহস্থালীকে সম্পূর্ণভাবে একক হিসেবে না দেখে সমাজের একক হিসেবে ব্যক্তি ও তার সামাজিক সর্ম্পকগুলোর কথা বলেন (Harris,1981;Whitehead, 1981;White,1992)। Olivia Harris যেমন বলেন গৃহস্থালী কোথায় আছে সেটা খোঁজা আমাদের কাজ নয় বরং গৃহস্থালী সদস্যদের উপস্থিতি দেখাটা জরুরী"

(1981:49-68)। এ প্রসঙ্গে Whitehead বলেছেন যে, "গৃহস্থালীকে কালো বাক্স (black box) হিসেবে না দেখে বরং গৃহস্থালী সদস্যদের ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করা জরুরী এবং ঐ ব্যক্তির সম্পর্কের ধরন (সেটি অসমতাও হতে পারে) বোঝা প্রয়োজন"(1981:89)। এই ধরনের নারীবাদীদের কেন্দ্রীয় বক্তব্য হচ্ছে- গৃহস্থালীর অভ্যন্তরে বিভিন্ন সদস্যদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, সহযোগিতা, বিনিময় এবং বোঝাপড়াকে (bargain) বিবেচনায় আনতে হবে। গৃহস্থালী প্রত্যয়নে এ মডেলের গুরুত্ব হচ্ছে গৃহস্থালী যে কোন অবিভাজিত এবং সমসত্ত্ব একক নয় তা স্পষ্ট করা। এ ধারনায়ন থেকেই Sen (1990) তার কাজে লিঙ্গীয় বিষয় অনুধাবনে 'co-operative conflict' মডেল প্রতিষ্ঠা করেন।

৩. নৃবিজ্ঞানে পুষ্টিজ্ঞান অধ্যয়ন ঃ আন্তঃ ও অর্ন্তঃগৃহস্থালী সম্পর্ক

পুষ্টিবিদদের মতে, যা খেলে শরীর কর্মক্ষম, রোগমুক্ত ও সুস্থ থাকে তাকেই বিজ্ঞানভিত্তিকভাবে খাদ্য বলা হয়। আর পুষ্টি হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে খাদ্য শরীর বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ ও শক্তি উৎপাদন করে থাকে। যে খাদ্য খেলে শরীরে তাপ ও শক্তি উৎপাদিত হয়, দেহের গঠন বৃদ্ধি হয়, শরীর কর্মক্ষম ও নিরোগ থাকে তাই হলো পুষ্টিকর খাদ্য (আহমেদ, ২০০০: ৩; Swaminathan, 1993:212)। তবে নৃবিজ্ঞানীরা পুষ্টি বলতে ভিটামিনের অভাব অর্থাৎ ভিটামিন এ, সি বা আয়রনের অভাবের বিষয় নয় বরং সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রপঞ্চকেই অধিক বিবেচনায় আনে। বৃটিশ সামাজিক নৃবিজ্ঞানী Audrey Richards (1939) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে উত্তরাঞ্চলীয় রোডেশিয়ার বেম্বাতে কাজ করেন। রিচার্ড খাদ্য ভাগের চর্চা ও নীতির ক্ষেত্রে গৃহস্থালীর সাধারণ কাজ যেমন: খাদ্য উৎপাদন, ভোগ নির্মাণ ও ভোগের ধরনের সামাজিক সর্ম্পক গুলোকে দেখেন। রিচার্ড দেখার চেষ্টা করেন যে, বেম্বার পুরুষ, নারী ও শিশু তাদের বিশেষ কর্মকাণ্ডগুলোর জন্য কিভাবে সময় নির্ধারণ করে থাকে এবং এর সাথে সামাজিক সম্পর্কগুলো কিভাবে ক্রিয়াশীল তা দেখার চেষ্টা করেন। এছাড়া তিনি বিভিন্ন বয়সের এবং লিঙ্গের ভিত্তিতে খাদ্যবন্টন, কাজের ধরন যে বিভিন্ন হয় তাও দেখার চেষ্টা করেন। আত্মীয়তার সর্ম্পক, খাদ্য ভাগ বা বন্টন কিভাবে ক্রিয়াশীল, কিভাবে উৎপাদন এবং ভোগের একক নারী সংগঠিত করে (যেখানে পুরুষ উৎপাদনের সাথে কম যুক্ত)। তদুপরি কিভাবে নারী ব্যক্তি হিসেবে ফসল রোপনকালে অপর্যাপ্ত খাদ্য গ্রহণ করে তার মাইক্রো তথ্য রিচার্ড উপস্থাপন করেন।

অন্যান্য বৃটিশ সামাজিক নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণায় 'গৃহস্থালীকে' সামাজিক কাঠামো এবং সামাজিক সম্পর্কের গৃহস্থালী চক্রের একটা অংশ হিসেবে দেখা হয়। Fortes & Fortes (1936:237-276) পুষ্টি এবং উৎপাদন চর্চার ক্ষেত্রে Tallense তে

কাজ করেন। তিনি অনেক গৃহস্থালী (বিশেষ করে সমগ্র সম্প্রদায়) সম্পর্কে বলেন যে- তারা কৃষি জমি ভিত্তিক ব্যবস্থায় ফসলের সময় তাদের পুষ্টি অবস্থা ভালো থাকে । যদিও তারা খাদ্য শস্য সংক্রান্ত বাগানে চাষের ক্ষেত্রে অনেক বেশী সময় ব্যয় করে। তেলানসিরা ফসল কাটার ঠিক পর পর তাদের উৎসবজনিত সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে মদ এর বিষয় সরল ভাবে যুক্ত করে। Goody (1958:53-91) La Dagaa of the Gold Coast এর ভোগের একক নিয়ে কাজ করেন। বহু স্ত্রীর ভোগের কারণ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তিনি দেখান যে, এখানে কোন হিংসা কাজ করে না বরং একজন মা তার সন্তানদের একই পাত্র থেকে খাওয়ানোর চেয়ে আলাদা ভাবে বাচ্চাদের খাদ্যের দেখাশোনা করতে চায়। কারণ গৃহস্থালীতে আনুষ্ঠানিক ভাবে রান্না হয় এবং এক সঙ্গে খাওয়া হয় 'মা-সন্তান' একক এর ভাগ হিসেবে। সেক্ষেত্রে বহু স্ত্রী ভিত্তিক গৃহস্থালীতে 'মা-সন্তান' বসবাসের নীতি এবং বিশেষ ভাবে মায়ের দুধ ছাড়ানোর পর অন্য খাদ্যে অভ্যস্ত করনের নীতির ক্ষেত্রে সন্তানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে- পুষ্টি পর্যালোচনা ।

নৃবিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ ও মনোবিজ্ঞানীরা সময় কর্মকান্ড তথ্য (time-activity data) পুষ্টি পর্যালোচনায় গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। পুষ্টিবিদদের পাশাপাশি নৃবিজ্ঞানীরা বর্তমানে পুষ্টিকে সমগ্র সামাজিক প্রেক্ষিতে বুঝতে গিয়ে সমাজ এবং গৃহস্থালীর চলকের মধ্যে সম্পর্ক বোঝার কথা বলেন (Calloway et al, 1979)। একইভাবে কিছু নৃবিজ্ঞানী এবং সমাজ বিজ্ঞানী সময় বরাদ্দ এবং পুষ্টি ভিত্তিক মর্যাদার সম্পর্ককে পর্যালোচনা করেন - যেখানে তারা ঋতুভিত্তিক এবং গৃহস্থালীর ভিন্নতার ক্ষেত্রে সময়কে ব্যবহার করেন। Sharman (1970) গ্রামীণ উগান্ডার খাদ্য বিশ্বাস ও চর্চা, আয় এবং পুষ্টি ভিত্তিক মর্যাদার মধ্যে সম্পর্ককে দেখান। এক্ষেত্রে তিনি গৃহস্থালী শ্রমের সামাজিক সংগঠনের কথা বলেন। Franklin & Valdes(1979) কলম্বিয়ার 'মা-শিশু' স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে প্রকল্পে দেখেন যে, সন্তানকে দেয়া মায়ের সময়ের সাথে সন্তানের পুষ্টি যুক্ত (উদ্ধৃত Pelto & Pelto,1989:84)।

পেশা, নারীর আয় এবং সন্তানের পুষ্টি অবস্থার (status) মধ্যেও সম্পর্ক রয়েছে বলে Kumar (1977) তার গবেষণায় দেখান। তিনি কেরালার কৃষিকাজের সাথে যুক্ত নারী ও তার সন্তানদের পুষ্টির ক্ষেত্রে দেখেন যে, ফসলের সময় সন্তানকে ভালো ভাবে সময় দেয় হয় না বিধায় সন্তানের পুষ্টির মাত্রা কমে যায়। একই ভাবে নাইজেরিয়ার নারীদের নিয়ে গবেষণায় Tripp (1981) দেখান যে, নারীরা যেখানে সন্তানের খাদ্যের ক্ষেত্রে নিজের আয় খরচ করে সেখানে তাদের সন্তানের পুষ্টির মাত্রা বেশী হবার কথা। কিন্তু দেখা যায় গৃহিণীর চেয়ে তাদের সন্তানের পুষ্টির মাত্রা কম, কারন তারা সন্তানকে কম সময় দেন।

Popkin এবং অন্যান্যরা (Popkin & Solon,1976; Popkin, 1980) ফিলিপাইনের ব্যবসায়ী নারীর ক্ষেত্রে দেখান যে, তাদের সন্তানের ক্ষেত্রে ভিটামিন 'এ' কম থাকে। কারণ হিসেবে তারা মায়ের ঘরে কম সময় থাকার কারণে সন্তানের জন্য মা 'সবুজ সব্জি' এবং ভিটামিন 'এ' যুক্ত খাবার তৈরী করতে পারে না । ফলে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি প্রকল্পের বাইরে নারীর কাজের সাথে যুক্ত থাকার কারণে গৃহস্থালীর কাজ তার উপর চাপ তৈরী করে এবং সন্তানের পুষ্টির মাত্রা কমে যায় । এক্ষেত্রে তারা শুধু মাত্র কাজের মাত্রাকে প্রাধ্যান্য দিয়েছে- সাংস্কৃতিক অন্যান্য উপাদানকে চিন্তা করেনি। Thompson (1967) যুক্তি দেন যে, পুষ্টির মাত্রার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সময়ের মাত্রাকে দেখলেই হবে না এর সাথে আচার (ritual) , সামাজিক বা অন্যান্য অর্থনৈতিক বিষয় গুলোও দেখতে হবে। অর্থাৎ ব্যক্তি, গৃহস্থালী এবং সম্প্রদায়ের পুষ্টির সাথে সময়কে সর্ম্পক যুক্ত করে দেখতে হবে ।

৩.১ সাংস্কৃতিক প্রতীকী এবং অনুধ্যান নৃবিজ্ঞানে পুষ্টি পর্যালোচনা

অনুধ্যান নৃবিজ্ঞান (cognitive anthropology) খাদ্যাভ্যাস, খাদ্যগ্রহণ ও খাদ্য ব্যবহারকে সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করেন । যেমন : খাবারকে খাদ্য প্রতীক হিসেবে, সামাজিক গোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে , সামাজিক সর্ম্পক এবং মর্যাদা হিসেবে বিশ্লেষণ করেন। খাদ্যকে ঠান্ডা- গরম (hot-cold), আর্দ্র-শুষ্ক (wet-dry), পুরুষ-নারী (male-female), শুচি-অশুচি (purity- pollution) ,পরিচ্ছন্ন-অপরিচ্ছন্ন (clean-poison) পরিপক্ক- অপরিপক্ক (ripe-unripe) ,ভারী-হালকা (heavy-light) রূপকে ব্যাখ্যা করা হয়।

মানুষের মধ্যে খাদ্যের স্বাদ নিয়ে যে সাধারন ধারণা কাজ করে তা খুব কম গৃহস্থালীই বিবেচনা করে থাকে। তবে পুষ্টি এবং স্বাস্থ্য বিবেচনায় সংস্কৃতি ভেদে খাদ্য গ্রহণ যে ভিন্ন হয়ে থাকে সে সম্পর্কে গৃহস্থালী পর্যায়ে গবেষণা রয়েছে। উদাহরন হিসেবে Messer (1981) মেক্সিকো কৃষকের উপর গবেষণায় দেখান যে, সারা বছর অতিরিক্ত রোদের কারনে তারা অতিরিক্ত গরমে কাজ করে। ফলে তখন তারা মিষ্টির প্রতি আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও চকলেট গ্রহন করে না । কারন অতিরিক্ত গরমে তাদের হজমে সমস্যা হয়। Jerome (1979) উত্তরাঞ্চলীয় শহরে স্থানান্তারিত কালো গৃহস্থালীদের উপর গবেষণায় দেখান যে, বিভিন্ন সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে (cross - cultural) বেড়ে উঠা শিশুরা সাংস্কৃতিক ভাবে খাদ্যের স্বাদ অর্জন করে। খাদ্যের ক্ষেত্রে জৈবিক পছন্দের চেয়ে সমাজ সাংস্কৃতিক উপাদানই বেশী কাজ করে। এমন কি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তারা প্রান্তিক খাদ্যগুলোকে এড়িয়ে চলে। Dewalt et al.(1979) মেক্সিকোর একটি গ্রামীণ সম্প্রদায়ের মধ্যে পুষ্টি ধারণা নিয়ে কাজ করে দেখান যে,

খাদ্য নির্বাচন ও পছন্দের ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব পছন্দ কাজ করে । এক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক প্রাধান্য মূলত:গৃহস্থালীর মধ্যকার খাদ্য গ্রহণের বিষয়কে নিয়ন্ত্রণ করে।

নৃবিজ্ঞানের ক্ল্যাসিকেও খাদ্য গ্রহণের সাংস্কৃতিক বিষয়ের উপর জোর দেয়া হয়। যেমন; লেভিষ্ট্রস বলেন খাদ্য শুধু মাত্র 'good to eat' নয়, তা হচ্ছে 'good to think'(1992)। খাদ্য হচ্ছে সংস্কৃতির সাম্রাজ্য যেখানে বস্তুগত উপাদানের মধ্যে সম্পর্ক দেখা হয় এবং সাংস্কৃতিক প্রতীক বিষয় স্বাস্থ্যের সাথে যুক্ত হয়। আবার অতি প্রাকৃত শক্তি এবং সামাজিক সম্পর্কও ক্রিয়াশীল থাকে (Pelto et al, 1989:127)। খাদ্য গ্রহণ এবং প্রতীকীকরণের ক্ষেত্রে Firth (1959) দেখান যে, টিকোপিয়াদের মধ্যে খাদ্য হচ্ছে প্রতীক (symbol)। তিনি যৌক্তিকভাবে এবং পদ্ধতিগতভাবে প্রতীক সাদৃশ্যগুলোকে সত্যিকার খাদ্যের চেয়ে বেশী জোর দেয়ার কথা বলেন। Rappaport (1967) খাদ্য বরাদ্দ এবং খাদ্য গ্রহণে শূকর এবং মানুষের ক্ষেত্রে মানুষের খাদ্যের পুষ্টির বিষয়টি বিস্তারিত দেখেন। তার বিশ্লেষণ প্রতিবেশগত উপাদান এবং সাংস্কৃতিক সংজ্ঞায় ব্যক্তির খাদ্য গ্রহণ এবং খাদ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক নিয়মকানুন কাজ করে। একই ভাবে Douglas (1966) সাংস্কৃতিক বিশ্বাস ব্যবস্থা এবং খাদ্যগ্রহণের বিষয়কে "Abominations of Leviticus" এ ব্যাখ্যা করে বলেন- খাদ্যগ্রহণ এর বিষয় সুনির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া হিসেবে ক্রিয়াশীল। নৃবিজ্ঞানীদের গবেষণা কাজ থেকে এটি স্পষ্ট যে, গৃহস্থালীর অভ্যন্তরে বিভিন্ন ব্যক্তির খাদ্য নির্বাচন, পছন্দ, গ্রহণ, বন্টন ইত্যাদিতে ব্যক্তির নিজস্ব পছন্দ কাজ করে, এতে গৃহস্থালী প্রধান কিংবা বিশেষ ব্যক্তির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত নয়। অর্থাৎ খাদ্য প্রত্যয়টি বস্তুগত ও অবস্তগত উপাদানের সমষ্টি।

৪. পুষ্টি পর্যালোচনায় বাংলাদেশ

বাংলাদেশে খাদ্য ও পুষ্টি সম্পর্কিত যে গবেষণা হয়েছে -তাতে বেশীর ভাগ গবেষণাই সূচক নির্ভর। যেমন: বাচ্চা স্কুলে যাওয়ার পূর্বে অর্থাৎ ৫ বৎসরের নিচে বাচ্চার পুষ্টি, গর্ভকালীন ও মাতৃকালীন সময়ে নারীর পুষ্টি, পুষ্টির ক্ষেত্রে লিঙ্গীয় অসমতা সংক্রান্ত গবেষণা উল্লেখযোগ্য (Choudhury1984 ; Bairagi1986; Abdullah & Wheeler 1985; Raushan & Taylor, 1994)। বাংলাদেশে পুষ্টি, পুষ্টি ও দরিদ্রতার সম্পর্ক (Hoque, 1993) আন্ত:গৃহস্থালী খাদ্য বন্টন(Hyder & Roy1995) চর এলাকার গৃহস্থালীগুলোর বর্ষাকালীন বা দূর্যোগে পুষ্টিহীনতায় ভোগা (Torlesse& et al 2003) প্রভৃতি কাজগুলোতে গৃহস্থালী ধারণায়নের বিষয়ে দেখা যায় যে, পুষ্টিজ্ঞান বিবেচনায় গৃহস্থালীকে তারা একক হিসেবে ধরেছে। এমন কি Rizvi (1982) এর গ্রামীণ বাংলাদেশের অন্তঃ গৃহস্থালী খাদ্য বন্টনের ক্ষেত্রে সমাজ সংস্কৃতি এবং সাংস্কৃতিক উপাদানের ক্ষেত্রে দেখান যে,

স্বাস্থ্য এবং পুষ্টির ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক নিয়মকানুন ছেলে সন্তানের ক্ষেত্রে কাজ করে। শুধু তাই নয় এর পাশাপাশি সামাজিক গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক চর্চা এবং শ্রেণী ভেদেও ছেলেসন্তানের প্রতি আগ্রহ মানুষের বেশী কাজ করে। পুষ্টি বিবেচনায় খাদ্য চর্চায় অনেক সময়ে যে প্রতিবেশ এবং অর্থনৈতিক উপাদান দায়ী, বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের নিম্ন আয়ের মানুষকে নিয়ে কাজ করেন Bairagi (1986)। স্বল্প আয়ের মানুষের খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন হয়ে যায়-দুর্ভিক্ষের নেতিবাচক অবস্থার কারণে । বিশেষ করে জুন থেকে অক্টোবর মাসে স্বল্প আয়ের মানুষের খাদ্যের অভাবের কারণে 'শিশু পুষ্টির' ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরী হয়।

Blanchet (1991) গ্রামীণ বাংলাদেশের মায়ের স্বাস্থ্যের উপর কাজ করতে গিয়ে দেখেন যে, সন্তান জন্মদানের চর্চা এবং মায়ের পুষ্টির ক্ষেত্রে দরিদ্রতা কাজ করে। কারন দরিদ্রতার জন্যে গৃহস্থালী পর্যায়ে খাদ্য ঘাটতি দেখা যায়, যা মায়ের অপুষ্টিকর স্বাস্থ্যের প্রধান কারণ। তাছাড়া সমাজের নানান নিষেধাজ্ঞা চর্চার (সন্তানকে শাল দুধ না খেতে দেয়ার) কারণে গর্ভবতী নারী ও ছোট সন্তানের মায়ের অস্বস্তিকর অবস্থা দেখা যায়। ফলে নারীরা বিশেষ ভাবে নাজুক থাকে এবং তাদেরকে এ সময়ে 'অলৌকিক' বিষয় আক্রমণ করে। তাছাড়া, খাদ্যাভ্যাসের বিষয়ে তিনি বলেন যে, মাছে অনেক পুষ্টি থাকে যা মায়ের দুধ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কাজ করে। কিন্তু নারীরা অর্থনৈতিক এবং সামাজিক কারনে দুধ বাড়ার জন্য কখনো প্রয়োজনীয় দুধ ও মাছ খেতে পারে না । সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপেট Blanchet দেখান যে, খাদ্য পছন্দের ক্ষেত্রে প্রতীক শ্রেণীকরণ খাদ্যের পুষ্টি মূল্য থাকার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে । সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতে খাদ্যের অর্থ (meaning) এবং পুষ্টির মান ভিন্ন হয়ে থাকে। সাংস্কৃতিকভাবে বিভিন্ন খাদ্যের গুনাগুন বিভিন্ন হয়। Maloney, Aziz and Sarker (1981) খাদ্য সংক্রান্ত রূপক বিশ্লেষণ করে দেখান যে, পুরুষ মানুষকে গরম খাবার খাওয়ার জন্য বলা হয়-কারন এতে তার যৌন শক্তি বৃদ্ধি পাবে।

উল্লেখিত পুষ্টি সংক্রান্ত কাজের ক্ষেত্রে কয়েকটি লক্ষণীয় বিষয় নিম্নরূপ:

১) কতগুলো সূচক বা লক্ষণকে কেন্দ্রীয় হিসেবে ধরে গবেষকরা পুষ্টি মান যাচাই করেন। যেমন: ক্যালরী গ্রহণ, অন্যান্য ভিটামিনযুক্ত খাদ্য গ্রহণ ইত্যাদি।

২) জৈবচিকিৎসা দ্বারা প্রভাবিত পুষ্টি গবেষণা যেখানে শিশু মৃত্যুর হার, মায়ের অপুষ্টিহীনতা, সন্তান জন্মদানের ব্যাপ্তি, শিশুর ওজন, শরীরের মাপ ইত্যাদি সূচকগুলো পুষ্টির সাথে সর্ম্পকিত বলে ধরে নেয়া হয়।

৩) জৈবচিকিৎসা ভিত্তিক পুষ্টি গবেষণার সাথে সাংস্কৃতিক উপাদানকে যুক্ত করা হয়। অর্থাৎ শিশুর বিকাশ, মায়ের স্বাস্থ্য কিভাবে সামাজিক সাংস্কৃতিক

বিশ্বাস ও মূল্যবোধ সমূহ সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে। এ ধরনের কাজে গৃহস্থালীকে প্রত্যয়নের ক্ষেত্রে গবেষকরা গৃহস্থালীকে একক হিসেবে ধরে কাজ করেন। তারা কতগুলো চলকের কার্যকারণ সম্পর্কের মধ্য দিয়ে পুষ্টিকে বিবেচনা করে। যার স্বরূপ হচ্ছে টেকনিক্যাল এক্ষেত্রে পুষ্টি যে একটি আর্থ-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতের মধ্যে কাজ করে সে বিষয়টাকে আড়াল করে রাখা হয়।[৪] মা ও শিশুস্বাস্থ্য নিশ্চিতভাবে একটি সামজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে ক্রিয়াশীল। এই ক্রিয়াশীলতায় ব্যক্তি, লিঙ্গ/ শ্রেণী, বয়স ভেদে খাদ্য গ্রহন ও পুষ্টি বিবেচনা করে থাকে। এ প্রেক্ষিত বোঝা খুবই জরুরী। কেবল মাত্র কতগুলো সূচককে সামনে রেখে জটিল সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিত সংক্রান্ত পুষ্টি ধারণায়ন পর্যাপ্ত নয়।

এসব গবেষণায় পুষ্টি জ্ঞান অধ্যয়নে গৃহস্থালীকে একক হিসেবে ধরে কাজ করা হয়েছে-যা আমার কাছে সমস্যাজনক মনে হয়েছে। গৃহস্থালী প্রত্যয়নে পুষ্টিকে বাংলাদেশের নির্দিষ্ট সংস্কৃতির প্রেক্ষিতে দেখতে হলে গৃহস্থালীকে একক না ধরে 'ব্যক্তি'.কে একক ধরা জরুরী। পরবর্তী অংশে মাঠকর্মের প্রাথমিক তথ্যের মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করা হবে কিভাবে 'গৃহস্থালী' কে আমার কাজের ক্ষেত্রে ধারণায়িত করা হয়েছে।

৪.১ পুষ্টি পর্যালোচনা এবং গবেষণায় প্রাপ্ত প্রাথমিক তথ্য

আমার চলমান গবেষণায় পুষ্টিজ্ঞানের ধারণায়নের উপর আমি গুরুত্ব দিয়েছি। প্রাপ্ত প্রাথমিক তথ্যের ভিত্তিতে আমার গবেষণায় আমি লক্ষ্য করি যে, 'গৃহস্থালী' একটি আবদ্ধ একক নয়। কেননা 'গৃহস্থালীর' মধ্যে ব্যক্তির খাদ্য প্রস্তুতকরণ, গ্রহণ, পছন্দ-অপছন্দ, খাদ্য যোগানের ক্ষমতা ইত্যাদি বিষয় যুক্ত। এক্ষেত্রে আমি গবেষণা তথ্য থেকে একটি কেইসের মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট করার চেষ্টা করবো ।

কেইস

জোহরা বেগম, বয়সঃ ৭০,শাশুড়ী, নার্গিস পারভীন, বয়স ৩৮, ছেলের বউয়ের জীবন বৃত্তান্তের ক্ষেত্রে দেয়া যায় যে, এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মের পুষ্টি জ্ঞান এবং চর্চার ক্ষেত্রে ভিন্নতা রয়েছে। একই গৃহস্থালীর বৃদ্ধ নারীর সাথে তার ছেলের বউ এর পুষ্টিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে। শাশুড়ীর মতে খাদ্যের পুষ্টি ধারণা হচ্ছে এ যুগের বিষয়। তদের যুগে এ সব ধারনা ছিল না। পূর্বে তারা ক্ষেতের ধান, পুকুরের/ বিলের মাছ, দেশী মুরগী, হাঁস এগুলো খেতেন। ফলমূল খেতেন যা বাড়ীতে গাছে হত (বড়ই, কামরাঙ্গা,জামরুল,চালতা, কলা, আম, কাঁঠাল)। ক্রয় করেছেন খুবই কম। তখন তারা শাকসবজি কম খেত। মাছ ধরে এনে তাজাতাজা রান্না করতো। ঢেঁকি ছাটা চাল খেতো, কোন কিছুতেই সার দেয়া হতো না। তার মতে এসব খাদ্যে তখন পুষ্টি এমনিতেই ছিল। এখন সব কিছুতেই সার দেয়া হয়। তাই এখন পুষ্টির কথা টিভি, রেডিওতে বেশী বলে। কারণ এখন সারের

কারণে পুষ্টি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। শ্বাশুড়ী বলেন তিনি বউ এর মতো সবজি রান্না করতে পারেন না। তবে তার ছেলের বউ রান্না করে, তা তিনি কম বেশী খান কিন্তু জীবন বৃত্তান্তের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মের পুষ্টি জ্ঞান এবং চর্চার ও তিনি পছন্দ করেন না ।

ছেলের বউ এর মতে, পুষ্টি মানেই শাকসবজি ফলমূল। তিনি প্রতিদিনই কোন শাক অথবা সবজি রান্নায় রাখতে চেষ্টা করেন। কারন টিভি, রেডিও ও গণস্বাস্থ্যের কর্মীর নিকট থেকে এর গুণাগুণ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। তিনি সবজি রান্না করার সময় নিজের মতো করে রান্না করেন-অর্থাৎ যেভাবে যে তরকারী খেতে ভালো লাগে সেভাবেই সে তরকারী রান্না করেন। তবে তার সন্তানদের খাবারের ধরন আবার ভিন্ন। তারা জ্ঞান রাখে পুষ্টিসম্পন্ন খাবারের তালিকায় শাকসবজি থাকা দরকার। কিন্তু তারা তা পছন্দ করে না। খাওয়ার সময় বয়লারের মুরগীর মাংস, গরুর মাংস, বড় মাছ ভাজা বা ভুনা খেতেই বেশী পছন্দ করে এবং প্রায়ই এ ধরনের খাবার বেশী খায়। এ ধরনের খাদ্য গ্রহণের চর্চার ক্ষেত্রে তারা বেশী উৎসাহ বোধ করে । তবে পুষ্টি বলতে তারা শাকসবজীকে বোঝে। প্রচারণা মাধ্যমগুলো, বিভিন্ন সংস্থা পুষ্টি সম্পন্ন খাবারের ক্ষেত্রে সবুজ শাক সবজী, ফলমূলকে এমন ভাবে তুলে ধরেছে - যার প্রতিফলন গৃহস্থালীর পুষ্টি জ্ঞান ও চর্চার মধ্যেও লক্ষণীয়।

খাদ্য ও পুষ্টির ধারণায় নার্গিসের স্বামী বলেন যে, ছোট মাছ, দেশী মুরগীতে পুষ্টি রয়েছে। তবে তা সব সময় খাওয়া সম্ভব হয় না। ব্রয়লারের মুরগীই বেশী খাওয়া হয়।। তার প্রেশার কম থাকায় তাকে দুধ, ডিম বেশী দেয়া হয়। আবার সবজীতে পুষ্টি থাকলেও তিনি তা পছন্দ করেন না। এই গৃহস্থালীর দুই ছেলে সন্তান (মেয়ে সন্তান নেই) উভয়ই বড় মাছ ভাজি ভুনা ও মাংস ছাড়া অন্য কিছু খাওয়া তেমন পছন্দ করে না। মুরগীর রান বেশীর ভাগই দুই ছেলে খায়। এক্ষেত্রে সন্তান দুজনই উক্ত খাদ্যের যোগান না থাকলে ডিম ভাজি ও ডাল দিয়ে ভাত খেয়ে থাকে। এমনকি মা ও সন্তানদের ঐ সব খাদ্য যোগান দিতে চেষ্টা করে।

এ কেইস থেকে দেখা যায় যে, প্রজন্ম, বয়স ও লিঙ্গ ভেদে একই গৃহস্থালীতে খাদ্য পছন্দে ভিন্নতা রয়েছে, ফলে পুষ্টি জ্ঞানের ক্ষেত্রেও ভিন্নতা ক্রিয়াশীল। উল্লেখ্য যে, শাশুড়ী ছেলের বউ এর পুষ্টি জ্ঞান ভিন্ন। কিন্তু মা ও সন্তানের পুষ্টিজ্ঞান একই রকম। তবে খাদ্য পছন্দ ও গ্রহণের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাংস্কৃতিক মতাদর্শ, কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার বিষয়টি বিবেচ্য।

গৃহস্থালীর বিভিন্ন সদস্যদের মধ্যে খাদ্য পছন্দ -অপছন্দের যে বিভিন্নতা রয়েছে তা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ । নিম্নে দুই জন গৃহিণী উত্তরদাতার অভিজ্ঞতা থেকে বিষয়টি বোঝা যেতে পারে।

অভিজ্ঞতা

কুরবাননেসা, বয়স ৫০; সাহিবা, বয়স ২৫

সাধারণত গৃহস্থালীতে রান্নার কাজে যিনি যুক্ত থাকেন, নারী (স্ত্রী) তিনি সন্তান ও স্বামী যা পছন্দ করেন তাই রান্নার চেষ্টা করেন। সাহিবা আমাকে জানান 'আমার পছন্দ আর কি, স্বামী সন্তানের পছন্দই আমার পছন্দ'। দেখা যায় তাদের পরিবারেই খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রধান উপার্জনকারী

ব্যাক্তির ও সন্তানের পছন্দকে প্রাধান্য দেয়া হয়ে থাকে এবং সে অনুযায়ী খাদ্য নির্বাচন ও রান্না করা হয় এক্ষেত্রে পুষ্টিমান বিবেচনায় থাকে না। তিনি জানান 'গৃহের কাজে কোন পরিশ্রম নাই বরং এটা হল দায়িত্ব। বরং স্বামী বাইরে কাজ করে তাই হল পরিশ্রমের কাজ'। ফলে ভালো খাবারটা তাকে দিতে হয়। তাছাড়া স্বামীর পছন্দের দিকে খেয়াল রেখে রান্না করতে হয়। নিজের পছন্দকে স্বামীর পছন্দের সাথে মিলিয়ে নিতে হয়।

গ্রামীণ জনগোষ্ঠী পুষ্টি বিষয়টাকে পুষ্টিকর খাদ্যের সাথে যুক্ত করে দেখে থাকে। কুরবানেসো মনে করেন যে, "পুষ্টিকর খাদ্যের সাথে সামর্থ্য বিষয়টা যুক্ত"। তার মতে "পুষ্টিকর খাবারের মানে হল সামর্থ্য অনুযায়ী যে যা খেতে পারে, বাঙ্গালীর জন্য পুষ্টিকর খাবার মানে আগে ভাত-মাছ পরে শাকসবজি"। সাহিবা মনে করেন খাদ্য খেলেই শরীরের অসুস্থতা দূর হয়, তবে যে সব খাদ্য শরীরের ক্ষতি করে না তাই আসলে পুষ্টিকর খাদ্য । তিনি পুষ্টি বিষয়টাকে রোগ ও অসুস্থতার সাথে যুক্ত করেন। তার মতে "পুষ্টিকর খাদ্য শরীরের রোগ চাপায়ে রাখে"। তাছাড়া তাদের বিবেচনায় কাঁচা অবস্থায় থাকা সবজীর রং মুখ্য বিষয়। তিনি সবুজ রং কে পুষ্টিগুণ বিবেচনায় প্রধান বলে মনে করেন । তিনি আরো জানান যে, মূলা শাক অনেক পুষ্টিমান যুক্ত, কারন এর রং গাঢ় সবুজ । আবার মিষ্টি কুমড়ার রং যেহেতু হলুদ তাই এটা চাল কুমড়া থেকে কম পুষ্টি যুক্ত। পুষ্টি সম্পন্ন খাদ্য গ্রহণ করা দরকার এতে শরীর ভালো ও সুস্থ থাকে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'এত মাপঝোক তো আমরা বুঝি না, জানি না, এত মাপ দিয়ে আমরা খাই ও না , আমরা জানি কোন খাবারে পুষ্টি আছে'। তবে তাও নির্ভর করে কোন্ দিন কোন খাবার সামর্থ্য অনুযায়ী যোগাড় করতে পারবো তার উপর। সামর্থ্যের মধ্যে যোগাড়কৃত খাদ্য থেকেই পছন্দ-অপছন্দকে আবার অগ্রাধিকার দিতে হয়। এক্ষেত্রে পুষ্টিজ্ঞান মুখ্য বিষয় নয়।

অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, গৃহস্থালী সদস্যদের মধ্যে খাদ্য পছন্দ-অপছন্দের বিষয়টি ক্রিয়াশীল। গৃহস্থালীর সদস্যদের ক্ষেত্রে কেবল মাত্র রান্নার ধরণই নয় একই সাথে পরিবারের কোন্ সদস্য কি খেতে পছন্দ করে তাও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গৃহস্থালীতে নারীরা অন্য সবার পছন্দের সাথে খাপ খাইয়ে খাদ্য গ্রহন করে থাকে এ ক্ষেত্রে গৃহস্থালীতে প্রধান উপার্জনক্ষম ব্যক্তির পছন্দ-অপছন্দের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। উল্লেখ্য, যে গৃহস্থালীতে নারী আয় করে সে গৃহস্থালীতেও কর্তার পছন্দকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়ে থাকে। পরিবারের প্রধান ব্যক্তি পিতা কিন্তু উপার্জনক্ষম ব্যক্তি যদি ছেলে হয়, সে ক্ষেত্রে পিতার পছন্দের চেয়ে উপার্জনকারী ব্যক্তির পছন্দকে বেশী মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে । আবার নারী উপার্জনক্ষম হলে এবং স্বামীর কোন উপার্জন না থাকলেও স্বামীর পছন্দ-অপছন্দই প্রাধান্য পায়। সন্তানের ক্ষেত্রেও মেয়ের পছন্দ এর চেয়ে ছেলের পছন্দকে বেশী প্রাধান্য দেয়া হয়, তবে মেয়েদের পছন্দকেও মাথায় রাখা হয়। অর্থাৎ রান্নার ধরন, রং, ব্যক্তির পছন্দ-অপছন্দ ও স্বাদের সাথে পুষ্টির বিষয়টি যুক্ত তবে এসব ধারণাও ব্যক্তি বিশেষে ভিন্ন। লক্ষ্যণীয় যে, গবেষণা এলাকার জনগোষ্ঠীর পুষ্টিজ্ঞানের কোন সমরূপ চিত্র নেই। পুষ্টিজ্ঞানের ধারণাসমুহ এক গৃহস্থালী থেকে অন্য গৃহস্থালীতে যেমন ভিন্ন তেমনি ব্যক্তি ভেদেও ভিন্ন। অর্থাৎ পুষ্টি বিবেচনায়, গৃহস্থালীর অভ্যন্তরে, সদস্যদের মতামত ভিন্ন, কোন কোন ক্ষেত্রে তা contested বা negotiated।

প্রথাগত গৃহস্থালী বিশ্লেষণে গৃহস্থালীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ গৃহস্থালী প্রধানের একক সিদ্ধান্তে কাজ করে না।

৫.মন্তব্য

গৃহস্থালী ধারণায়নে বাংলাদেশে গ্রামীণ গবেষণায় বেশ কিছু সমস্যা পরিলক্ষিত হয় (আহমেদ, ১৯৯৪; আলম, ২০০১; মাহমুদ; ২০০৩)। আহমেদ এর কাজে দেখাচ্ছে যে, এরিক জানসেন (১৯৭৮), সেন্দেল (১৯৮১), জাহাঙ্গীর (১৯৭৯) এর গ্রামীন গবেষণায় গৃহস্থালী প্রত্যয়ন স্থবির, সমাজ সংস্কৃতির জটিল বিন্যাসে গৃহস্থালী যে নিয়ত পরিবর্তনশীল তা ঐ সমস্ত গ্রামীণ গবেষণায় উপেক্ষিত হয়েছে। আমার কাজেও এ ধরনের গ্রামীণ গবেষণায় গৃহস্থালী প্রত্যয়ন সমস্যাজনক বলে মনে হয়।

আমার গবেষণা তথ্য দেখাচ্ছে যে, খাদ্য গ্রহণ, বন্টন, ভোগ, পছন্দ নিরন্তরভাবে অন্ত: এবং আন্ত : গৃহস্থালীর সদস্যদের মধ্যে আদান প্রদান হয়। এক্ষেত্রে প্রতিবেশী, আত্মীয়, শ্বশুর বাড়ী, ননদের বাড়ী, ভাসুর-দেবরের বাড়ী, বাবার বাড়ীর মধ্যে খাদ্য আদান প্রদান বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয়। এক্ষেত্রে আমি লক্ষ্য করি যে, গৃহস্থালী একটি গতিশীল ও নমনীয় একক। শুধু গৃহস্থালীতেই খাদ্যের বিষয় নয় বরং গৃহস্থালী সদস্যরাও বিভিন্ন গৃহস্থালীতে, দোকানে, হোটেলে খাদ্য গ্রহণ করে। আমার গবেষণায় গৃহস্থালীকে খাদ্যের অনড় একক ধরে পুষ্টি জ্ঞানের ধারণায়ন বোঝা দুষ্কর। এক্ষেত্রে গৃহস্থালী কোন স্থবির একক নয় । গৃহস্থালীকে খুঁজতে হবে ঐ সদস্যদের অবস্থানগত স্থানে যা প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। কেননা পুষ্টিজ্ঞানের ধারণায়ন বুঝতে হলে গৃহস্থালীতে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সর্ম্পক, ব্যক্তির ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, আত্মীয়তার সম্পর্কে তথা সামাজিক সর্ম্পকের ভিন্নতা বোঝা জরুরী ।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

প্রবন্ধটি লেখার ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরামর্শের জন্য বিভাগীয় সহকর্মী ও পিএইচডি তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক জহির আহমেদকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বিভিন্ন পরামর্শের জন্য রিভিউয়ারকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার মাঠকর্মের গবেষণা সহযোগী নেওয়াজ খাতিব আহমেদ ও কাজরী নাসরিনকে তাদের অকান্ত পরিশ্রমের জন্য স্মরণ করছি। এছাড়া স্নাতকোত্তরের শিক্ষার্থী শামীম আজাদ ও রায়হান খন্দকারকে আমার গবেষণা মাঠ কর্মের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রয়োজনে আমাকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করায় ওদের সবাইকে আমি একান্তভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

টীকা

১.'গৃহস্থালী' ধারণাটি একটি সমস্যায়িত প্রত্যয়।' গৃহস্থালী' প্রত্যয়টিকে প্রবন্ধে আমি সমস্যায়িত করেছি। তবে ' ' সর্বত্র কমা ব্যবহার করছি না।

২ 'পুষ্টি' একটি সমস্যায়িত প্রত্যয় পাঠের সুবিধার্ধে সম্পূর্ণ প্রবন্ধে আমি "কমা ব্যবহার করছি না।

৩. এ প্রবন্ধটি লেখকের চলমান পিএইচডি গবেষণায় প্রাপ্ত প্রাথমিক তথ্যের ভিত্তিতে লেখা। 'গৃহস্থালী' প্রত্যয়ন একটি জটিল বিষয়। এ প্রবন্ধে গৃহস্থালী প্রত্যয়ন সংক্রান্ত তথ্যসমূহ বাংলাদেশের গ্রামীন গবেষণায় গৃহস্থালীকে কেন্দ্র করে যে বিতর্ক রয়েছে তার সাথে আমার গবেষণা কাজকে স্থাপন করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

৪. এ ক্ষেত্রে Blanchet এর কাজটি ভিন্ন। তিনি খাদ্যের সাংস্কৃতিক বিশ্লেষণে দেখিয়েছেন যে খাদ্য একটি প্রতীক ব্যবস্থা যার ভিন্ন ভিন্ন অর্থ রয়েছে।

তথ্যসূত্র

Abdullah, M and Wheeler, E. F. (1985), "Seasonal Variations and the intrahousehold distribution of food in a Bangladesh village", *American Journal of clinical Nutrition*, 41-1305-13.

Ahmed,Z.(1994), "The Conceptualization of Household" Unpublished MA paper (Autumn) Dept. Of Social Anthropology, University Of Sussex, UK.

Bairagi R. (1986),"Food Crisis, Nutrition and Female children in Rural Bangladesh". *Population & Development Review* 12 No. 2 June 1986

Blanchet T. (1991),"Maternal Health in Rural Bangladesh: An anthropological study of maternal nutrition and birth Practices in Nasirnagar", Save the Children USA, Dhaka, October.

Chudhury, R. H. (1984)," Determinants of dietary intake and dietary adequacy for pre-school children in Bangladesh", *Food and Nutrition Bulletin*, 6, 24-33.

Calloway, D. et al (1979). Precis : *Collaborative Research Support Program on Intake and Function,* Mimeo, University of California, Berkeley California

Dwayer, D and j. Bruce (1988), *A Home Divided : Woman and Income in the Third World.* Stanford, CA, Stanford University press.

Douglas, Mary (1966), *Purity and Danger*, Penguin Books, Baltimore, Md.USA .

Dewalt, K. M. P. B. Kelly and G. H. Pelto. (1979), 'Nutritional Correlates of Economic Microdifferentiation in a Highland Mexican Comminity," in N. Jerome,R.Kandel, and A. Pelto, eds *Nutritional Anthropology* Pp.205-221,Redgrave, Pleasantville, N.Y.USA.

Folbre, N, (1986a), " Hearts and Spades: Paradigms of Household Economics" *World Development* 14(2): 245-255

Firth R, (1959), *Social change in Tikopia*, Allen and Unwin, London

Fortes, M. and Fortes, S. L. (1936), "Food in the Domestic Economy of the Tallensi," *Africa*, 9: 237-276

Gupta, Akhil (1998), *Post Colonial development: Agriculture in the Making of Modern India* , Durkham,NC, Duke University Press.

Goody, J.(1958), "The Fission of Domestic groups among the Lo Dagaba," in J. Goody, ea, *the Developmental Cycle in Domestic Groups,* The University Press, Cambridge, UK. Pp 53-91.

Hyder, Ziauddin, S. M. and Roy, (1995), Nutritional Impact Study of the Income Generation for Vulnerable Group Development Program, Report of January 1995. Vol. V-XVIII, June, Research and Evaluation Division (RED), BRAC.

Harris,Olivia (1981), "Households as Natural Units," In young K. & ohters (eds) *Of Marriage and the Market*, CSE Books.

Hoque, Karimul (1993), Nutrition and poverty : Diets and Life Style of Rural Population in Bangladesh Report, Research and Evalution Division, BRAC, November, Dhaka.

Jansen,Eirik.G(1978) Rural Bangladesh: Competition For Scarce Resources,University Press Limited, Dhaka.

Jahangir, B.K. (1979), " Differentiation, Polarization and Confrontation: In Rural Bangladesh", *Centre for Social Studies*, University of Dhaka.

Jerome, N. (1979), "Diet and Acculturation: The Case of Black American Immigrants". in N. Jerome, R. Kandel, and G. Pelto, eds., *Nutritional Anthropology* ,Redgrave, Pleasantville, N. Y. USA.

Kurin. R.(1983), `` *Indigenous Agronomy and Agricultural Development in Indus Basin"* Human Organization42 (4)

Kabeer , N (1991) , *Gender, Production and Well- being: rethinking the household economy*, Brighton, IDS

Kumar, S. K. (1977)." Role of the Household Economy in Determining Child Nutrition at Low Income Levels: A Case Study in Kerala". Occasional Paper, 95. Department of Agricultural Economics, Cornell University, Ithaca, N.Y.

Levi-Strauss (1992),*The Raw and The Cooked: Introduction to a Science of Mythology*,Penguin books

Maloney, Aziz,Saker (1981), Beliefs and Fertility in Bangladesh,ICDDR,B Dhaka,Bangladesh

Messer,E.(1981)" Hot-Cold Classifications: Theoretical and Practical Implications of a Mexican Study", *Social Science Medicine*, 15B:133-145.

Pelto. H, et. al (1989), *Research Methods in Nutritional Anthropology*. The United Nations University.

Pahl, J (1983), ``The Allocation of Money and Structuring on Inequality wirthin Marriage" *Sociological Rrview* 31 (May): 237-262

Popkin, B. (1980). ``Time Allocation of the Mother and Child Nutrition". *Ecol. Food Nutri* 9:1-14.

Popkin, B. And F. Solon. (1976). ``Income, Time and the Working Mother and Nutrition." *J. Trop. Ped. Environ, Child Health*, 6. 156-166.

Rousham, E. K. and Mascie- Taylor, C. G. N. (1994), An 18 month study of the effect of periodic anthelminthic treatment on the growth & nutritional status of pre school children in Bangladesh. *Annals of Human Biology* 21, 315-24.

Rappaport, R. (1967). *Pig for the Ancestors*, Yale Univeristy Press, New Haven, Conn.

Richards, A. (1939). *Land, Labour and Diet in Northern Rhodesia,* Oxford University Press, London

Rizvi, N. (1982) "Socio-economic and Cultural Factors of Intrahousehold Food Distribution in Rural Bangladesh" (paper presented at the 80th annual meeting of the American Anthropological Association) Los, Angeles.

Swaminathan,M(1993), *Essential of Food and Nutrition,* 2nd ed,vol-1,New york:Norton

Sen, A.(1990), "Gender and Co-operative Conflicts". *Persistent Inequalities: Woman and World Development,* In Tinker Iren Tinker (ed), New York, Oxford University press.

Sharman. A. (1970),*Social and Economic Aspects of Nutrition in Padhold Dukedi District, Uganda,* Ph. D. Thesis, University of London, London

Torlesse, H. and al et (2003)," Assessing Nutritional and Health Status of Children and Women in the Chars of Bangladesh". *10th Asian Conference on Diarrhoeal Diseases and Nutrition* (ASCODD), 7-9 December, Published ICDDR'B, Dhaka.

Thompson, E. P. (1967). Time, Work Discipline and Industrial Capitalism past & Present, 38: 56-97.

Tripp, R. (1981), "Farmers and Traders : Some Economic Determinants of Nutritional Status in Northern Ghana." *J. Trop. Ped. Environ. Child Health,* 27: 15-22

White, Sarah (1992), *Arguing with the Crocodile: Gender and Class in Bangladesh,* University Press limited, Dhaka.

Whitehead, A. (1981), I'm Hungry Mum :the politics of Domestic Budgeting.In Young et al *Of Marriage and the Market* , K. Young, London, Routledge and Kegan paul.

Whitehead, A(1998)," Gender,Poverty and Intra-Household Relation in Sub Saharan African Small Holder Household : Some lessons From Two Examples", 1998 SPA Report on Poverty and Gender in sun-Saharan Africa, School of Social Sciences, University of Sussex.

Yanagisako,S (1979). "Family and Household: The Analysis of Domestic Groups," *Ann Reveiw of Anthropology,* 8: 161-206.

আহমেদ,শাহীন (২০০০), *খাদ্য ও পুষ্টিবিজ্ঞান*, আইডিয়াল লাইব্রেরী , ঢাকা।

আলম,সুলতানুল (২০০১),"কৃষক সমাজে গৃহস্থালী শ্রেণীকরণ" জহির আহমেদ ও মানস চৌধুরী সম্পাদিত *চর্চা:নৃবিজ্ঞানের প্রবন্ধ সংকলন*, নৃবিজ্ঞান বিভাগ ,সাভার,ঢাকা

সুমন, মাহমুদ (২০০৩), "গৃহস্থালীর প্রচলিত প্রত্যয়ন: নারীর অধস্তনতা অনুধাবনকল্পে প্রত্যয়গত সীমাবদ্ধতা", এস.এম.নুরুল আলম সম্পাদিত *সমাজ,শরীর ও পরিবেশ: নৃবিজ্ঞানের প্রবন্ধাবলী*, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়,সাভার,ঢাকা।

সেন্দেল, ভ্যান (১৯৮১), *গ্রামীন বাংলাদেশে কৃষক গতিশীলতা*, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র , ডানা প্রিন্টার্স লিমিটেড, ঢাকা।